ভুলবেন না, আরএসএস-বিজেপির মূল শত্রু বামপন্থা

লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের স্লোগান ছিল ৪২-এ ৪২। অথচ প্রায় অর্ধেক আসন দখল করে নিয়েছে বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই উত্থানের পিছনে তৃণমূল ও সিপিএম কারওর ভূমিকাই কম নয়। বর্তমানে এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তৃণমূলের অপশাসন, ঔদ্ধত্য, লুটপাটের রাজনীতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলছিল। সারদা-নারদ সহ বহু দুর্নীতিতে নিমজ্জিত নেতারা। পাশাপাশি একের পর এক নির্বাচনে, বিশেষ করে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাজার হাজার বুথে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়, প্রার্থী হতে না দেওয়া, ভোট দিতে না দেওয়া, ভোট লুঠ ইত্যাদি সিপিএমের দেখানো পথেই সিপিএমের চেয়ে নগ্নভাবে চলতে থাকে। মানুষ ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় তো সিপিএমেরই যা শক্তি এবং তাতে তাদেরই তো বিপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু তা হল না। কারণ সিপিএমের প্রতি মানুষের কোনও আস্থা নেই, সেই শূন্যস্থান ধীরে ধীরে পূরণ করতে থাকে বিজেপি। টাকা দিয়ে, মারদাঙ্গা করে, ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিজেপি জায়গা করে নিতে থাকে। বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতি আটকাতে তৃণমূলের কোনও ইতিবাচক ভূমিকা ছিল না। সেও বিজেপির মতোই হিন্দুত্বের রাজনীতি শুরু করে। দু'দলই রামনবমীর মিছিল, হনুমান মন্দির— এসবের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। পাশাপশি মুসলিম ভোটের স্বার্থে তৃণমূল লোকদেখানো ইমাম ভাতা, মোয়াজ্জেম ভাতা চালু করে। এতে পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃতই কোনও উন্নতি হওয়ার নয়। কিন্তু এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তৃণমূল মুসলমান তোষণের রাজনীতি করছে এই ধুয়ো তুলে হিন্দুদের উত্তেজিত করে তোলে বিজেপি। পাল্টা তৃণমূল দুর্গাপূজা কার্নিভাল থেকে শুরু করে শ্মশানের পুরোহিতদের ভাতা দেয় হিন্দু ভোটের জন্য। এভাবে ধর্মীয় বিভাজনকে হাতিয়ার করে ভোট নিয়ে লড়ালড়ি শুরু হয়। এতে রাজ্য জুড়ে বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াতে সুবিধা হয়ে যায়। যার ফলশ্রুতিতেই লোকসভার এই ফল।

অন্যদিকে সিপিএমের নীতিহীন রাজনীতিও পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জমি তৈরি করতে সাহায্য করেছে। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পাড়ায় পাড়ায় সিপিএম কর্মীদের কোথাও চাপা, কোথাও প্রকাশ্য উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। ভোট গণনার পরের দিন বহু অঞ্চলেই সিপিএম নেতারা ব্যঙ্গ করে বলেন, 'দিদিমণির পায়ের তলার মাটি এবার আলগা হয়ে যাচ্ছে!' হায় রে সিপিএম! হায় রে সিপিএমের বামপন্থা! নিজেরা যে কোন অতলে তলিয়ে যাচ্ছে, সে খেয়ালই নেই। তৃণমূলকে শিক্ষা দেওয়ার আনন্দেরই প্রতিচ্ছবি সিপিএম কর্মীদের চোখেমুখে! পশ্চিমবাংলায় একটা একটা সিটে বিজেপি জিতেছে আর সিপিএম কর্মীদের মন আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠেছে। এমনটাই তো তারা চেয়েছিল। তারা ঢেলে ভোট দিয়েছে বিজেপিকে। সংখ্যার হিসাব বলছে, বিগত লোকসভার তুলনায় প্রায় ২২ শতাংশ ভোট কমে সিপিএম দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে। এখানেও ধর্মীয় মেরুকরণ কাজ করেছে। মুসলমান সিপিএম ভোট দিয়েছে টিএমসিকে। হিন্দু সিপিএম বিজেপিকে। চূড়ান্ত অবামপন্থী, সুবিধাবাদী এই ভোট রাজনীতিতে সিপিএম তত্ত্বের মোড়ক লাগিয়েছে। বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি হলে তৃণমূল দলটা শেষ হয়ে যাবে, বিজেপির অত্যাচারে তিতিবিরক্ত মানুষ আবার সিপিএমের কাছে ফিরে আসবে। এই তত্ত্ব খাড়া করেই তারা বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। বামপন্থার লেশমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তারা বুঝত যে, আরএসএস-বিজেপির মূল শত্রু বামপন্থা।

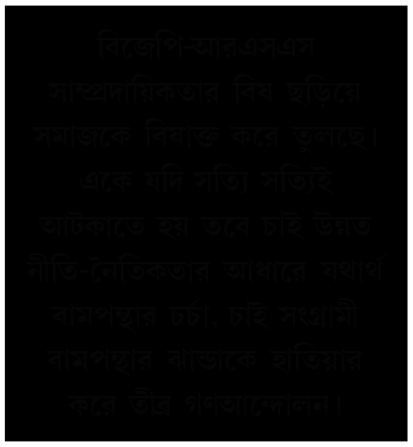

আসলে ২০১১ সালে ক্ষমতা হারানোর যন্ত্রণা আজও তাদের কুরে কুরে খাচ্ছে। যেন তেন প্রকারেণ ক্ষমতায় ফেরাটাই মুখ্য— কেন ক্ষমতা চাই, সে চিন্তা গৌণ। তাই কখনও কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরে সিট বাড়াবার চেষ্টা। কখনও বিজেপিকে ভোট দিয়ে তৃণমূলকে হারিয়ে ভবিষ্যতে ক্ষমতায় ফিরে আসার স্বপ্নবিলাস। এ কি বামপন্থা!

বামপন্থার পীঠস্থান এই পশ্চিমবাংলায় জনসংঘ-আরএসএস-হিন্দু মহাসভা-বিজেপি কোনও দিনই জায়গা করতে পারেনি। আজ বামপন্থী দলের কর্মী-সমর্থক থেকে নেতা-মন্ত্রীরা দলে দলে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে! প্রশ্ন জাগে, ৩৪ বছর ক্ষমতায় থেকে ভোটচর্চা ছাড়া, মার্কসবাদের চর্চা তো ছেড়েই দিলাম, ন্যূনতম বামপন্থার চর্চা হয়েছে কি? আসলে ৩৪ বছরে 'বামপন্থা'র নাম করেই গণআন্দোলন দমন করা হয়েছে লাঠি-গুলি দিয়ে। বামপন্থার নাম করেই অবাধে রিগিং-ছাপ্পা, একের পর এক জনবিরোধী মালিকতোষণকারী সিদ্ধান্ত আর পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি— এই তো হয়েছে! ভি পি সিং সরকারকে কেন্দ্রে বিজেপির সাথে একসাথে সমর্থন, ১৯৯০ সালে বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা দখল— এসব তো বামপন্থার নামেই তারা করেছে।

চিন্তাগত ক্ষেত্রে বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িকতাকে আটকাতে যে যথার্থ বামপন্থার চর্চা প্রয়োজন, তা সিপিএম কোনও দিনই করেনি। তাদের লক্ষ্য ও মোক্ষ ভোটে জিতে ক্ষমতায় যাওয়া। এই সেদিনও ব্রিগেডে লোক সমাগমে উচ্ছ্বসিত সিপিএম নেতাদের মুখে কিন্তু কোনও আন্দোলনের বার্তা ছিল না। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বললেন, 'দেখবেন, এই ভিড় যেন ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়।' মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেন না তাঁরা, দেখেন এক একটা ভোটার হিসেবে। সিপিএমের এই ভোটসর্বস্ব নীতিহীন রাজনীতিই পশ্চিমবাংলায় বিজেপির জমি তৈরি করে দিয়েছে।

বিজেপি-আরএসএস সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে সমাজকে বিষাক্ত করে তুলছে। একে যদি সত্যি সত্যিই আটকাতে হয় তবে চাই উন্নত নীতি-নৈতিকতার আধারে যথার্থ বামপন্থার চর্চা, চাই সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে হাতিয়ার করে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে তীব্র গণআন্দোলন। একমাত্র বিকল্প সেটাই। সিপিএমের কর্মীরা ভেবে দেখবেন!

আজ এই দুর্দিনে স্মরণ করি তোমায় নজরুল

'মারো শালা যবনদের, মারো শালা কাফেরদের!' — আবার হিন্দু মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মা কালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চীৎকার করিতেছিল তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল, দেখিলাম— তখন আর তাহারা আল্লা মিয়া বা কালী ঠাকুরানির নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া একই ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে, —'বাবা গো, মা গো'! — মাতৃপরিত্যক্ত দু'টি ভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া এক স্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মাকে ডাকে।

দেখিলাম হত-আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদি চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল। ...

একস্থানে দেখিলাম ঊনপঞ্চাশ জন ভদ্র-অভদ্র হিন্দু মিলিয়া একজন শীর্ণকায় মুসলমান মজুরকে নির্মম ভাবে প্রহার করিতেছে, আর এক স্থানে দেখিলাম, প্রায় ওই সংখ্যক মুসলমান মিলিয়া একজন দুর্বল হিন্দুকে পশুর মতো মারিতেছে। দুই পশুর হাতে মার খাইতেছে দুর্বল অসহায় মানুষ। ইহারা মানুষকে মারিতেছে যেমন করিয়া বুনো জংলি বর্বরেরা শূকরকে খোঁচাইয়া মারে। উহাদের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত! হিংসায়, কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ!

উহাদের দুই দলেরই নেতা একজন, তাহার আসল নাম শয়তান। সে নাম ভাঁড়াইয়া কখনও টুপি পরিয়া পর-দাড়ি লাগাইয়া মুসলমানদের খ্যাপাইয়া আসিতেছে, কখনও পর-টিকি বাঁধিয়া হিন্দুদের লেলাইয়া দিতেছে, সেই আবার গোরা সিপাই, গুর্খা সিপাই হইয়া হিন্দু-মুসলমানদের গুলি মারিতেছে। উহার ল্যাজ সমুদ্রপারে গিয়া ঠেকিয়াছে, উহার মুখ সমুদ্র পারের বুনো বাঁদরের মতো লাল। ...

মারামারি চলিতেছে। উহারই মধ্যে এক জীর্ণা-শীর্ণা ভিখারিনী তাহার সদ্যপ্রসূত শিশুটিকে বুকে চাপিয়া একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিতেছে, শিশুটির তখনও নাড়ি কাটা হয় নাই। অসহায় ক্ষীণ কণ্ঠে সে যেন এই দুঃখের পৃথিবীতে আসার প্রতিবাদ করিতেছিল। ভিখারিনী বলিল, "বাছাকে আমার একটু দুধ দিতে পারছি না বাবু! এই মাত্র এসেছে বাছা আমার। আমার বুকে একফোঁটা দুধ নেই!" তাহার কণ্ঠে যেন বিশ্ব জননী কাঁদিয়া উঠিল। .... তিনদিন পরে আবার দেখিলাম, পথে দাঁড়াইয়া সেই ভিখারিনী। এবার তাহার বক্ষ শূন্য। চক্ষুও তাহার শূন্য। যেদিন শিশু ছিল তার বুকে, সেদিন চক্ষে তাহার দেখিয়াছিলাম বিশ্ব মাতার মমতা। অনন্ত নারীর করুণা সেদিন পুঞ্জিভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চোখের তারায়, তাই সে সেদিন অমন সিক্ত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাহিতেছিল। আজ তাহার মনের মা বুঝি-বা মরিয়া গিয়াছে, তাহার শিশুর সাথে। আজও সে ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু আজ সে কাতরতা নেই তাহার কণ্ঠে, আজ যেন সে চাহিবার জন্যই চাহিতেছে। .... পথের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছ। তারই পাশে ডাস্টবিন। শহরের যত আবর্জনা জমা হয় ওই ডাস্টবিনে। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। ভিখারিনী ডাস্টবিনের অনেকগুলো আবর্জনা তুলিয়া ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো কী একটা যেন তুলিয়া লইয়া 'যাদু আমার, সোনা আমার' বলিয়া উন্মাদিনীর মতো চুমা খাইতে লাগিল। ...

চলে গেল ভিখারিনী আবার ভিক্ষা মাগতে!

ডাস্টবিন হইতে ভিখারিনীর পুত্রকে বুকে তুলিয়া লইয়া আমি চলিলাম গোরস্থানের দিকে। ...যাইতে যাইতে দেখিলাম, সেদিনের মন্দির আর মসজিদের ইট-পাথরের স্তূপ লইয়া হিন্দু-মুসলমান সমানে কাটাকাটি করিতেছে।

এমনি করিয়া যুগে যুগে ইহারা মানুষকে অবহেলা করিয়া ইট-পাথর লইয়া মাতামাতি করিয়াছে। মানুষ মারিয়া ইট-পাথর বাঁচাইয়াছে। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ-জননী তাঁহার দশ লক্ষ অনাহার জীর্ণ, রোগ শীর্ণ, অকালমৃত সন্তানের লাশ লইয়া ইহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, ইহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই! ইহারা মানুষের চেয়ে ইট-পাথরকে বেশি পবিত্র মনে করে, ইহারাই ইট পুজো করে। ইহারা পাথর-পুজারি!

ভূতে পাওয়ার মতো ইহাদেরে মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদেরে মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।

যে দশ লক্ষ মানুষ প্রতি বৎসর মরিতেছে শুধু বাংলায়, তাহারা শুধু হিন্দু নয়, তাহারা শুধু মুসলমান নয়, তাহারা মানুষ। স্রষ্টার প্রিয় সৃষ্টি! ...

মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া, ধর্মমদান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল! সকল কালে, সকল দেশে, সকল লাভ-লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল — ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ওই দশ লক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দোরে দাঁড়াইয়া! তারা প্রতিকার চায়!

তোমরা ওই শকুনির দলের নও। তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর। তোমরা গানের, তোমরা কল্যাণের। তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ওই গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে।

(কাজী নজরুল ইসলামের 'মন্দির মসজিদ' প্রবন্ধ থেকে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল বিশ্বভারতী

গরিষ্ঠসংখ্যক জনসাধারণকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে গোটা দেশ জুড়ে শিক্ষার পন্যায়নের যে জোয়ার চলছে,সেই পথে হেঁটেই সম্প্রতি বিপুল ফি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ভারতবর্ষ, এসএএআরকে(সাউথ এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কোঅপারেশন) ভুক্ত দেশ এবং এসএএআরকে বহির্ভূত অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে ফর্ম পূরণ এবং ভর্তির ফি যথাক্রমে দ্বিগুণ,পাঁচগুণ এবং দশগুণ বৃদ্ধিকরা হয়।

এই চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী-গবেষকরা। বহুবার ডেপুটেশন দেওয়ার পর গত ২১ মে উপাচার্য সহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের সাথে আলোচনায় বসেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরেও কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও সিদ্ধান্ত না জানতে পেরে সুবিচারের আশায় ছাত্রছাত্রীরা রাতভর অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবি বিবেচনার পরিবর্তে পরের দিন,২২ মে সকালে রেজিস্ট্রার সহ কিছু শিক্ষক আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর চড়াও হন, এমনকি প্রতিবাদী ছাত্রীদেরও শারীরিক হেনস্থার শিকার হতে হয়। অধ্যাপক তথাগত চৌধুরী সহ কয়েকজন শিক্ষক অশ্লীল ভাষায় ছাত্রদের আক্রমণ করেন, 'এই আন্দোলনে বাংলাদেশের ছাত্রদের থাকা অনুচিত এবং এর পিছনে বাংলাদেশের অবৈধ আর্থিক মদত আছে' — এহেন সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক মন্তব্য করতেও শোনা যায় তাদের।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সর্বস্তরের মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করে তোলাই যার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল, সেখানে এই ধরণের ছাত্রস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপ কোনওভাবেই মেনে নেবে না গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। 'বিশ্বভারতী ছাত্রছাত্রী ঐক্য' সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের এই অশিক্ষকসুলভ নিন্দনীয় আচরণ এবং ছাত্র ঐক্যে ফাটল ধরানোর অপচেষ্টাকে তীব্র ধিক্কার জানানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে দ্রুত বর্ধিত ফি প্রত্যাহার এবং দোষী শিক্ষকদের শাস্তির দাবিও জানান তাঁরা।

আইনজীবীদের আন্দোলনের সমর্থনে নাগরিক কনভেনশন

২৪ এপ্রিল হাওড়া কোর্টের ভিতরে পুলিশ ও র‍্যাফ বাহিনী আইনজীবী, ল-ক্লার্ক এবং সাধারণ মানুষের উপর যে নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে এনেছিল, লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটিয়েছিল, তা দেখে সাধারণ মানুষ ও আইনজগৎ স্তম্ভিত। ঘটনার পরদিনই পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশন ঘটনার প্রতিবাদে কর্ম বিরতির ডাক দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বার কাউন্সিলও এই ঘটনার প্রতিবাদে কর্ম বিরতির ডাক দেয় এবং ওই দিনই কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতিও স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেন। লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার শুরু থেকেই এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং হাওড়া সহ কলকাতায় যে ক'টি মিছিল এবং রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচি হয় তাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়।

১৫ মে লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টার এবং সিপিডিআরএস বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হাওড়া আইএমএ হলে একটি নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেয়। উক্ত কনভেনশনে হাওড়া কোর্ট সহ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব কোর্ট থেকেই আইনজীবী, ল-ক্লার্ক এবং আইনের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশনের প্রথমেই ১৪ মে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে প্রস্তাব পাঠ করেন অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা চৌধুরী এবং বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

বহু আইনজীবী সহ লিগ্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক প্রবীণ আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী (হাইকোর্ট), বিজয়শঙ্কর অগ্রহরী (হাওড়া কোর্ট), উদয় ঘোষ (হাওড়া কোর্ট), কার্তিক রায় (হাইকোর্ট), প্রতীম পন্না/প্রীতম পণ্ডা (আলিপুর কোর্ট), সমীর রায় (পশ্চিম মেদিনীপুর কোর্ট), পদ্মলোচন সাউ (হাওড়া কোর্ট), চিন্ময় ভৌমিক (পূর্ব মেদিনীপুর কোর্ট) এবং সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সমাপ্তি ভাষণে কনভেনশনের সভাপতি আইনজীবী তনয়া মিত্র কনভেনশনের মূল প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আইনজীবীদের নেতৃত্বে যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চলছে তার পাশে সক্রিয়ভাবে থাকার অঙ্গীকার করেন।

মিড ডে মিল চালু রাখার দাবি

সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২০ মে জেলার মিড ডে মিল কর্মীরা জেলা শাসককে স্মরকলিপি দিয়ে দু'মাস বিদ্যালয় বন্ধ থাকার সরকারি ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিল চালু রাখার দাবি জানান। সাথে সাথে মিড ডে মিল কর্মীদের মাসিক বেতন যাতে বন্ধ না করা হয় তারও দাবি জানান।

তাঁরা উলুবেড়িয়াতে বিডিও-র কাছেও স্মারকলিপি দিয়ে তাঁদের দাবি জানান।

গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক

একের পাতার পর

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত আমাদের দল বরাবর বলে আসছে, চরম সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট রাজনীতিকে এবং আরএসএস-বিজেপির আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যে জরুরি কাজটি করা দরকার, তা হল জনগণের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলা। আমরা আরও বলেছি, এই ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ এমন একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবে যা ধর্মের ভিত্তিতে ও অন্যান্য নীচ উপায়ে জনগণকে বিভক্ত করার আরএসএস-বিজেপির ষড়যন্ত্রকে বিফল করে দিতে পারে।

দেশের মধ্যে বাস্তবেও একটার পর একটা স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিক্ষোভ, শ্রমিক, নারী ও ছাত্রদের বিক্ষোভ চলছিলই, যা সংগঠিত বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছিল। আমরা সিপিআই(এম), সিপিআই ও তাদের সহযোগী দলগুলিকে বার বার এই মর্মে আহ্বান জানিয়েছি, তারা যাতে বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে আটকে থাকার লাইন পরিত্যাগ করে এই ধরনের ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে। কিন্তু তারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। সিপিআই(এম) এবং সিপিআই আমাদের আবেদনে কোনও সাড়া দেয়নি এবং পরিবর্তে পার্লামেন্টে কিছু সিট পাওয়ার জন্য বুর্জোয়া বিরোধী দলগুলিকে তো বটেই এমনকী কোথাও কোথাও সংকীর্ণতাবাদী আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলিকেও 'সেকুলার' ও 'গণতান্ত্রিক' তকমা দিয়ে তাদের সাথে নানা ধরনের নীতিহীন সুবিধাবাদী আঁতাত ও বোঝাপড়ায় যোগ দিয়েছে। এর ফলেই শাসক বুর্জোয়া শ্রেণি তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত রাজনৈতিক ম্যানেজার বিজেপিকে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের গদিতে বসাতে সফল হয়েছে। লক্ষনীয় হল, এই পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রতিকূলতা এবং বিপদের মোকাবিলা করে আমাদের দল নির্বাচনী সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা এবং সংগ্রামী বামপন্থার ঝান্ডাকে তুলে ধরেছে। সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আমাদের এই ভূমিকাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

জনস্বার্থের নিরিখে এই নির্বাচনী ফল বিপর্যয়কর হলেও এতে মনোবল হারাবার কিছু নেই। সংসদীয় নির্বাচনের এই ফলাফলের সামনে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, পরিস্থিতিকে বুঝে উঠে দাঁড়ানো এবং শোষক শ্রেণি এবং বিজেপি সরকারের প্রতিটি ভয়ঙ্কর নির্মম আক্রমণকে প্রতিহত করার শপথ নেওয়া। আরএসএস-বিজেপির এই চূড়ান্ত জনবিরোধী সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী কার্যকলাপ প্রতিহত করা সম্ভব শক্তিশালী শ্রেণিসংগ্রাম ও গণসংগ্রামের ঢেউ তুলে যাকে অবশ্যই সংগ্রামী বামপন্থার মূল রাজনৈতিক লাইনের ভিত্তিতে এবং উন্নত নীতি-নৈতিকতা ও সংস্কৃতির আধারে। দেশের জনসাধারণ এবং বামপন্থী দলগুলির সৎ, বিবেকবান কর্মীদের কাছে আমাদের আন্তরিক আবেদন, জনজীবনের ন্যায়সঙ্গত দাবি নিয়ে দেশ জুড়ে একটার পর একটা গণআন্দোলনের ঢেউ তুলতে আমাদের এই উদ্যোগে সামিল হোন।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর চিন্তায় পরিচালিত আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) শক্তিশালী শ্রেণিসংগ্রাম এবং গণসংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য বরাবরের মতো এখনও দায়বদ্ধ।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার প্রতিবাদে ত্রিপুরার আগরতলায় অল ইন্ডিয়া ডি এস ও, অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও, অল ইন্ডিয়া এম এস এস-এর প্রতিবাদ সভা। ১৮ মে

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com